তারিখ ... JUN 2 1999 ...
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ... ৩ ...

দৈনিক ইত্তেফাক

84

রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রাথমিক উদ্যোগ শুরু

রাঙ্গামাটি সংবাদদাতা ঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বৃহত্তর পার্বত্যাঞ্চলের জন্য একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতে যাইতেছে। সংশ্লিষ্ট জাতীয় কমিটি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিদের লইয়া রাঙ্গামাটি সদর হইতে অদূরে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাবিত স্থান সম্প্রতি পরিদর্শন করেন। রাঙ্গামাটি জেলার খেপুয়া পাড়া, শুকুরছড়ি, কুতুবছড়ি, সাফছড়ি ও ঘাঘড়া এই ৫টি স্থানকে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত করা হইয়াছে। এই ৫টি স্থানের মধ্যে যেই স্থানটিকে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি মনোনীত করিবে সেই স্থানে বৃহত্তর পার্বত্য জেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত অনুমতি পাওয়ার পরই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হইবে। গত ৫ই মে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে মন্ত্রী পরিষদ সচিব ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক শামসুল আলমের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন সংক্রান্ত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় কমিটির অন্যান্য সদস্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমিনুল ইসলাম, শিক্ষা সচিব রফিকুল ইসলাম, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মোবাইদুল ইসলাম। গণপূর্ত বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী মুফিদুর রহমান, ফ্যাসিলিটিজের প্রধান প্রকৌশলী আবদুল মান্নান ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য মোঃ শহীদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। ইহাছাড়াও সভায় রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসকগণ, চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, পৌরসভা চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি, সাবেক রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা সুবিমল দেওয়ান ও বিনয় কুমার দেওয়ান, প্রাক্তন মহিলা এমপি সুদীপ্তা দেওয়ান, পদত্যাগকারী স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ান, চেম্বার সভাপতি কাজী নজরুল ইসলাম ও সাবেক পৌর চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমানসহ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জাতীয় কমিটির পক্ষ হইতে তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে যে, দেশের ১২টি পুরাতন জেলায় ১টি করিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে সরকারের পরিকল্পনা আছে। পরে কমিটি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়া শহর এলাকার পার্শ্ববর্তী খেপুয়াপাড়া, শহর এলাকার বাহিরে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি সড়কে শুকুরছড়ি ও কুতুবছড়ি, রাঙ্গামাটি চট্টগ্রাম সড়কের সাফছড়ি ও কাউখালী থানার ঘাঘরার প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করেন।